‘মুক্তির জন্য বিজ্ঞান বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান’

চতুর্থ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল উপলক্ষে বিবৃতি

আগামী ৪ অক্টোবর ,২০১৩, ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডমের চতুর্থ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমানে দুনিয়ার শ্রমিকেরা ভয়ানক দুর্ভোগ,দুর্দশা ও দুরাবস্থার শিকার। সমগ্র মানবজাতিও চরম সংকটাময় অবস্থা অতিক্রম করছে। আপাত কারণ ২০০৮ হতে শুরু হওয়া চলমান মন্দা অর্থাৎ অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদনের হেতুবাদে পণ্যের বিক্রি ও পুঁজির সঞ্চালন সংকট তথা পুঁজির মজুতের সংকট। মন্দার ফলাফল- শুরুতে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে শ্রমিকের চাকুরিচ্যুতি ও বেকারত্বের হার বৃদ্ধি, মূল্য বৃদ্ধি ফলত- শ্রম অসন্তোষ; পুঁজি হারিয়ে পুঁজিপতি শ্রেণীর কারো কারো পুঁজির পরিমাণ কমে যাওয়া ও দেউলিয়া হওয়া; রাজনৈতিক বিরোধ-বৈরীতা ও সংকট পাল্লা দিয়ে বাড়া; সমগ্র বিশ্বে নৈরাজ্যিক ও অস্থিরাবস্থা প্রকটতর হওয়া; এবং মজুতের চাপ-ভার হতে রেহাই পেতে যুদ্ধ ও যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি । চলতি মন্দার সংকট মোকাবেলায় পুঁজির সেবক- বিশ্ব মোড়লরা ভয়ানকভাবে অশান্ত করে তুলছে বিশ্বকে। সেন্টার-এই ঘৃণ্য যুদ্ধ ও যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে।

অতীতেও পুঁজির মজুত সংকটের হেতুবাদে বিশ্ববাসীকে দু’দুটি বিশ্বযুদ্ধে নিক্ষেপ করেছে পুঁজিতন্ত্রী বিশ্ব মোড়লেরা। প্রায় সাত কোটি মানুষের জীবনহানি সহ ক্ষয়-ক্ষতি অনির্ণীত। অত:পর, মজুত সংকটের সমস্যাদি হতে রেহাই পেতে ২য় বিশ্বযুদ্ধজয়ীরা সমগ্র দুনিয়ার পুঁজিতন্ত্রী অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাষ্ট্রগুলোর স্বকীয়তা হানি ও ক্ষুন্ন করে নানান বৈশ্বিক সংস্থা সহ প্রতিষ্ঠা করে মহা ক্ষমতাধর আই এম এফ। কিন্তু, ব্যর্থ। কারণ, পুঁজি টিকে থাকতে হলে পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালন আবশ্যক। আর পুনরুৎপাদনের ফলে সৃষ্ট অতি উৎপাদনের কারণে সৃষ্টি হয় মজুত বা মন্দা তথা পুঁজির সঞ্চালন সংকট। তাই, পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থায় মন্দা অনিবার্য, আর এরূপ পুনঃপুন মন্দার পরিণতি-উৎপাদন উপায়ের সামাজিক মালিকানা।

উৎপাদন উপায়ের সামাজিক মালাকানার সমাজে- পুঁজি নাই, পণ্য নাই, বেচা-কেনা নাই, শোষণ নাই, মজুরি শ্রমিক নাই, যদিচ সকল কর্মক্ষম ব্যক্তিই কর্মী; তাই কোনো শ্রেণী নাই, সুতরাং, শ্রেণী স্বার্থের জন্য রাজনীতি, রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্র নাই; অতঃপর, অনাচার, অন্যায় ও বৈষম্য নাই, তাই অপরাধ এবং দন্ডও নাই। সুতরাং, সকলেই স্বাধীন ও মুক্ত মানুষ। অতঃপর, প্রত্যেকেই সম মর্যাদা সম্পন্ন মানুষের সমাজ- সমাজতন্ত্রে সকলের একটিই মাত্র পরিচিতি- মানুষ। সুতরাং, প্রত্যেকের প্রাচুর্যময়, আনন্দ ও ভালোবাসাময় এবং প্রকৃতি বিজয়ে ব্রতী এ সমাজ হচ্ছে অনাবিল শান্তির।

মানব জাতির বয়স ২ লাখ বছরের কম নয়। কিন্তু,৫,৬০০ বছর আগে মানুষ মানুষকে শোষণ করতো না, ছিল না মানবজাতির মধ্যে কোনো শ্রেণী বিভাজন; অথবা কেউ প্রভু আর কেউ দাস, এমনটাও ছিল না। মিশরেই প্রথম সূচিত হল শ্রেণী বিভাজনের, সাথে পরজীবীতার প্রভুশ্রেণী সমেত রাজা ও রাজনীতির। অতঃপর, দখল-জবরদখল, যুদ্ধ, খুন-রাহাজানি, হিংসা-বিদ্বেষ, মিথ্যাচার-জালিয়াতি, অপরাধ-দন্ড ইত্যকার বিষয়াদি প্রভুশ্রেণীই চালু করে। উল্লেখ্য, প্রভু তথা শাসক শ্রেণী তাদের আরাম-আয়েশী জীবনের সংকীর্ণ স্বার্থে তৈরী করে আসছে আইন-কানুন, রীতি-নীতি এবং তদানুরূপ শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনীতি এবং রাজনৈতিক সহ নানান প্রতিষ্ঠান। ফলে দাস সমাজ হতেই পর্যায়ক্রমে দাস, ভূমি দাস ও মজুরি দাসেরা প্রভু শ্রেণীর স্বার্থ ও লোভের শিকার ও বলি হিসাবে অমানবিক ও চরম দুর্দশাপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করে শেষত মৃত্যুবরণ করে আসছে।

শ্রেণী বিভক্ত সমাজ কোনোটিই স্থায়ী হয়নি। হালের অবক্ষয়িত পুঁজিতান্ত্রিক সমাজও মরণ দশায় উপনীত। পুঁজির স্রষ্টা হচ্ছে মজুরি শ্রমিক। শ্রম ব্যতীত কোন মূল্য সৃষ্টি হয় না। কিন্তু, শ্রম শক্তির বিক্রেতারা পায় মজুরি। তাই, পণ্য মূল্য ও মজুরির বিয়োগফল হচ্ছে পুঁজি। কিন্তু স্রষ্টা হয়েও মজুরি শ্রমিকেরা মালিক হয় না পুঁজির, বরং মালিকানার ভোগ-দখলদার হচ্ছে পুঁজিপতিরা। অথচ, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক শ্রম ব্যতীত কোনো পণ্য এককভাবে উৎপাদনের সুযোগ নাই। তাই, সামাজিকভাবে উৎপন্ন পুঁজির এককভাবে কেউ মালিক হওয়ার বিষয়টি অন্যায়, অন্যায্য ও অযৌক্তিক। তাই অমানবিক পুঁজিতন্ত্রী সমাজ সকল অপরাধের ভান্ডার।

পুঁজির উৎপাদন শর্তেই প্রতিনিয়ত উৎপাদন উপায় ও প্রযুক্তির বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন হেতু গোটা উৎপাদন ব্যবস্থাটাই সামাজিক মালিকানার সকল শর্তাদি ও ভিত্তি সৃষ্টি করছে। প্রতিনিয়ত কমে আসছে ব্যক্তিমালিকানার গন্ডী ও ক্ষমতা। এমনকি বিদ্যমান উৎপাদন উপায়াদির পূর্ণ ব্যবহারের জন্যও পুঁজিতন্ত্রী সমাজ অক্ষম ও অযোগ্য। তাই উৎপাদন উপায়াদির সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতিতে পুঁজিতন্ত্রের বিনাশ ও সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নাই । অতএব, উৎপাদন উপায়ের সাধারণ মালিকানার সমাজতান্ত্রিক সমাজ- পুঁজিতন্ত্রী সমাজের অনিবার্য পরিণতি। অতঃপর,দুনিয়ার মজুরি দাসগণ ঐক্যবদ্ধ বৈশ্বিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়ায় উৎপাদন উপায়ের সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা ও তা ব্যবস্থাপনায় সকলের একটি বিশ্ব সমিতির মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রী সমাজের অন্যায়-অন্যায্যতা ও অসংগতি এবং বিরোধ-বৈরীতা দূর করবে, ইতিহাসের গতি ধারায় এটিই স্বাভাবিক ।

পণ্যের অদেয় অংশ বা অপরিশোধিত শ্রমই হচ্ছে পুঁজি। তাই,পুঁজি নয়, শ্রমই নির্ধারক এবং চুড়ান্তভাবে বিজয়ী হবে শ্রমিক শ্রেণী। এমনতরো তথ্য-সূত্র তথা কমিউনিজমের বিজ্ঞান আবিস্কার ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছিলেন পুঁজির গোপন রহস্য এবং সমাজ পরিবর্তনের নিয়ম আবিস্কারক কার্ল মার্কস এবং এ্যাংগেলস। তা বিকৃত করেছে লেনিনবাদীরা। মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রের স্বার্থে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন সহ কতিপয় লেনিনবাদী রাষ্ট্র যা, কার্যত রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রী তা প্রতিষ্ঠা করে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে বিভ্রান্ত ও বিভক্তকরণের জন্য জালিয়াতি ও প্রতারণামূলে এসকল চরম স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোকে সমাজতান্ত্রিক বলে প্রচার তথা মিথ্যাচার করে যাচ্ছে লেনিনবাদী মোড়লেরাসহ তাবৎ পুঁজিতন্ত্রীরা।

রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের লেনিনবাদ সমেত পুঁজিতন্ত্রের সৃষ্ট ও আশ্রয়পুষ্ঠ এবং শাসনে অযোগ্য পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণী স্বীয় বিনাশ ঠেকাতে স্বয়ং আশ্রয় নেওয়া তথা সাবেকী প্রভুশ্রেণীর সৃজিত সকল মতবাদিক জঞ্জাল বিনাশে কার্যকর বটে কমিউনিজমের বিজ্ঞান। আবার দুনিয়ার শ্রমিকের ঐক্য ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া পুঁজিতন্ত্র বিনাশিত হবে না। তাই শোষণ হতে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি কার্যত, মানবজাতির মুক্তি সাধনে আবশ্যকীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তদানুরূপ তথ্য-সূত্র ইত্যকার বিষয়াদি অনুসন্ধান, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধকরণে সহায়ক ভূমিকা পালনের নিমিত্তে ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে-**'ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম'** যা মূলত **'গণ উন্নয়ন পাঠাগার'** এর রূপান্তর।

উল্লেখ্য-২০০৯ সালে গণ উন্নয়ন পাঠগারের এক সাধারণ সভায় উক্তরূপ রূপান্তরকরণ সাধিত হয়। আরো উল্লেখ্য- ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম এর বর্তমান সমন্বয়ক একদা একটি লেনিনবাদী পার্টির কেন্দ্রীয় পলিটব্যুরোর অন্যতম ও দীর্ঘকালীন সদস্য শাহ্ আলম পুঁজিবাদ বিনাশে একটি কথিত কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে সমাজ বিকাশের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভে সহায়ক হিসাবে বর্ণিত গণ উন্নয়ন পাঠাগারের নামাকরণ সহ তা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়ে গুটিকয়েক রাজনৈতিক সহযোগিকে নিয়ে এটির সূচনা করেন ১৯৭৮ সালে। তবে জগতপুর বাজারে একটি খড়েরঘর ও পূর্ণাংগ কমিটি সমেত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করার মাধ্যমে কার্যত ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় গণ উন্নয়ন পাঠাগার। রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সাথে স্থানীয় সামাজিক আন্দোলনের সাথে সংযুক্তির কারণে এক সময়ে পাঠাগারের সহিত সংশ্লিষ্টগণ জাল-দলিল বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারই ফলশ্রুতি ও সমস্যাটির প্রতিকারর্থে জাল দলিলে ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের নিকট হতে সামান্য পরিমাণ জমি ক্রয় করে তাতে গণ

উন্নয়ন পাঠাগার একটি টিন শেড বিল্ডিং তৈরী করার পর সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে জাল দলিলের হার প্রায় শূণ্য পর্যায়ে নেমে আসে ।

জ্ঞান-বিজ্ঞান বিরোধী ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী পাঠাগারের কর্মী-সংগঠকদের উপর হামলা-মামলা সহ নানান ভাবে নিপীড়ন ও নির্যাতন করেছে। এমনকি বহু বই পুস্তক সহ রাতের আঁধারে পাঠাগারটি পুড়িয়েও দেওয়া হয়। কিন্তু, কয়েকজনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অনেকের সহযোগিতায় ২০০৯ সালে বর্তমানের অবয়বে বিল্ডিংটি নির্মিত হয়।

ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম প্রতিষ্ঠার পর থেকে এযাবত ৯ টি বই সহ ২৪ টি ডক্যুমেন্টস এবং আরো বহু নিবন্ধ-প্রবন্ধ, ফিসার ইত্যাকার বিষয়াদি অবাণিজ্যিকভাবে প্রকাশ করেছে ও আরো ৩ টি বই প্রকাশের অপেক্ষায়। একটি নিজস্ব ওয়েব সাইট, ৬টি অন লাইন গ্রুপ ও ১টি পেজ সহ কয়েকশত গ্রুপ ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেন্টারের কর্মী, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীরা ক্রিয়াশীল। প্রায় শ'খানেক দেশের বহু সংখ্যক বন্ধু, সমর্থক সেন্টারের কেন্দ্রীয় কমিটির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করছে। বিশেষত ঢাকার বিধ্বস্ত রানা প্লাজায় শ্রমিকদের মর্মান্তিক মৃত্যু,অংগহানি, আঘাত এবং ক্ষয়ক্ষতির প্রেক্ষিতে আমেরিকা সহ নানান দেশের বন্ধুরা কেন্দ্রের সহিত সমন্বয় সাধন করে বিষয়টির প্রতিবিধান ও প্রতিকারার্থে শোভাযাত্রা সহ নানান ধরণের প্রচারণামূলক কাজ করেছে। তবে পারস্পারিক আরো জানা-বোঝার মাধ্যমে ভবিষ্যতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কেন্দ্রের শাখা-বিভাগ ইত্যাদি গঠন করে বিশ্বময় সেন্টারের কর্মতৎপরতা ক্রমবর্ধিত ভাবে চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সেন্টারের চতুর্থ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে । দুনিয়ার মজুর এক হও।

অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা সহ

কেন্দ্রীয় কমিটি

ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম।

বাজার জগতপুর, চাঁদপুর, বাংলাদেশ।

তারিখ-১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৩।

Web-site: www.icwfreedom.org

e-mail: whatandwhy2@hotmail.com>icwfreedom@gmail.com;

On line group:

https://www.facebook.com/groups/whatandwhy2/

https://www.facebook.com/groups/What.Why/

https://www.facebook.com/groups/COMMUNIST.REVOLUTION.UNIVERSAL/

https://www.facebook.com/groups/forcommunism/

https://www.facebook.com/groups/COMMUNIST.PARTY.GLOBAL/

https://www.facebook.com/groups/1405000529719637/

Page:

https://www.facebook.com/www.icwfreedom.org

Mob: (880) +01715345006; and 01675216486.

.